214386 - বেপর্দা নারীর মসজিদে প্রবেশ

প্রশ্ন

প্রশ্ন : আমি ও আমার দুই বান্ধবী ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য মসজিদে যেতে চাই; কিন্তু তারা দুজন পর্দা করে না। তাদের জন্য কি নিজেদের অভ্যস্ত পোশাকের সঙ্গে কেবল ওড়না পেঁচিয়ে মসজিদে যাওয়া জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

জবাব:

এক:

পর্দাহীনতা ফিতনার সদর দরজা। পর্দাহীনতা কেবল বেপর্দা মেয়ের জন্য অনিষ্টকর নয়, তাকে যারা দেখবে তাদের জন্যও অনিষ্টের কারণ। হতে পারে পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্যপ্রদর্শনের ফলে কোনো দূরাচারী লোক কথা বা কাজের মাধ্যমে বেপর্দা নারীকে আক্রমন করে বসবে। পর্দাহীন নারী নিজেকে যতই ভালো দাবি করেন না কেন তাকে কেন্দ্র করে সমাজে গুনাহ ছড়ানো স্বাভাবিক। কারণ, তিনি নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের দাবি করলেও অন্যকে নিয়ন্ত্রণের দাবি করতে পারেন না। তাই পর্দাহীনতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী; যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখে যাইনি। এক শ্রেণীর লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লেজের মত এক ধরনের লাঠি যা দিয়ে তারা মানুষকে পিটাবে। অপর শ্রেণী হল, কাপড় পরিহিতা নারী;অথচ নগ্ন, তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্টকারী ও নিজেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে উটের কুঁজের মত বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সু-ঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।’[মুসলিম (২১২৮)]

দুই:

মুসলিমমাত্রই অন্যের হেদায়েতে, তার সত্য গ্রহণ ও তাতে তার অবিচলতায় আগ্রহী। সুতরাং এই বোনদের মসজিদে প্রবেশে হয়তো তাদের জন্য অনেক উপকার ডেকে আনবে। যেমন- তারা সেখানে সালাত আদায় করবেন, উত্তম উপদেশ ও ওয়াজ-নসিহত শুনবেন, যা থেকে তাদের অন্তর প্রভাবিত হবে। তেমনি মসজিদের ঈমানী পরিবেশে তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করবে এবং উদাসী মনকে জাগ্রত করবে। এ কারণে আপনি প্রাথমিকভাবে এ বোনদেরকে ওড়না পরে ও মাথা ঢেকে মসজিদে নিয়ে

যতে আন্তরকিভাবে চষ্টো করুন। পর্যায়ক্রমে তাদরেকে প্রশস্ত ও ঢলিঢোলা পোশাক পরধিানরে উপদশে দয়িে যতে হবে।

তনি:

আল্লাহ তায়ালা মসজদিকে পবত্রি রাখার নর্দিশে দয়িছেনে। মসজদিরে পবত্রিতা ও সম্মানরে পরপিন্থী সব কছিু থকেে হফোযতে রাখার আদশে করছেনে। আল্লাহ বলনে: “(এ রকম আলো জ্বালানো হয়) সে সব গৃহে (অর্থাৎ মসজদিে ও উপাসনালয়) যগেুলোকে সমুন্নত রাখতে আর তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নর্দিশে দয়িছেনে, ওগুলোতে তাঁর মাহাত্ন্য (তাসবহি) ঘোষণা করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় (বার বার)।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৬]

হাফযে ইবনে কাছরি (রহ) বলনে: ‘আল্লাহ তায়ালা মসজদিগুলোকে সমুন্নত করার নর্দিশে দয়িছেনে অর্থাৎ মসজদিগুলোকে অপবত্রিতা, অনর্থকতা ও এর মর্যাদাবরিোধী কথা ও কর্ম থকেে পবত্রি রাখার নর্দিশে দয়িছেনে।’[তাফসীরে ইবনে কাছরি: ৬/৬২]

বপের্দা নারীদরেকে মসজদিে প্রবশেে ছাড় দলিে সটো রাস্তাঘাট ও বাজাররে ফতেনা আল্লাহ তায়ালার ঘর মসজদি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণ হতে পার। তবুওবপের্দা মুসলমি নারী যখন তার ফতিনা কময়িে ফলেব, তার গুনাহ কাফররে কুফরি থকেে তো বশেি ক্ষতকির নয়, অথচ প্রয়োজনবশত কাফরেকে মসজদিে প্রবশেরে অনুমতি দয়ো হয়।

শাইখ বনি বায (রহমিাহুল্লাহ) বলনে,

‘অমুসলমিরে মসজদিে প্রবশেে কোনো অসুবধিা নইে যদি তা হয় কোনো শরয়ি বা বধৈ প্রয়োজনে। যমেন, ধর্মীয় উপদশে শ্রবণ, পানি পান বা এ জাতীয় অন্য কোনো প্রয়োজন। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অমুসলমি কাফলোকে মসজদিে নববীতে এনছেনে যাতে তারা মুসল্লদিরে দখেতে পারে এবং তাঁর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন তলোওয়াত ও খুতবা শুনতে পারে। যাতে তনিি তাদরেকে কাছে বসয়িে আল্লাহর দকিে ডাকতে পারনে। যমেন ছুমামা বনি আছাল হানাফীকে যখন বন্দি করে আনা হয় তখন তনিি তাকে মসজদিে বেঁধে রখেছেলিনে।ফলে আল্লাহ তাকে হদোয়তে দনে এবং তনিি ইসলাম গ্রহণ করনে। আল্লাহই তো তাওফকিদাতা।’[বনি বাযরে প্রবন্ধসমগ্র, ৮/৩৫৬]

অতএব, আপনার বান্ধবী যদি কল্যাণরে প্রতি আগ্রহী হন এবং তাদরে মসজদিে যাওয়ার উদ্দশ্যে হয়নগ্নতা না ছড়য়িে উপকৃত হওয়া, তারা তাদরে মাথার চুল ঢাকা ও ঢলিঢোলা পোশাক পরধিানরে মাধ্যমে ফতিনাগুলো কমানোর চষ্টো করনে তাহলে আশা করা যায় তারা মসজদিে অনুষ্ঠতি দরসগুলোতে অংশগ্রহণ করলে এটি তাদরে জন্য কল্যাণরে দরজা খুলে দবি। আল্লাহর শরীয়ত পরপিালনে তাদরে পথ উন্মুক্ত হব। অতএব আপনি তাদরে এতে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহই ভালো জাননে।